84

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 24 JUL 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলতি শিক্ষাবর্ষ হইতে ৭শত দরিদ্র মেধাবী ছাত্রকে বৃত্তি দিবে

আনোয়ার আলদীন ॥ চলতি শিক্ষাবর্ষ হইতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৭০০ জন গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করিবে। প্রতিমাসে বৃত্তির টাকা উত্তোলন করিয়া এই ছাত্র-ছাত্রীরা স্বাচ্ছন্দ্যেপড়াশুনা চালাইয়া যাইতে পারিবে। ইহাছাড়া, আর্থিকভাবে প্রকৃত অসচ্ছল দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা পয়সায় পড়া-লেখার ব্যবস্থা করা উদ্যোগ নিয়াছে কর্তৃপক্ষ। বর্ধিত বেতন-ফি হইতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই ব্যয় কিছুটা পুষাইয়া নিতে চায়। এই লক্ষ্যে চলতি শিক্ষাবর্ষের বাজেটে অতিরিক্ত ৭ লক্ষ টাকার বরাদ্দ রাখা হইয়াছে।

বর্তমানে ট্যালেন্টপুল বৃত্তি, মেধাবৃত্তি, হলবৃত্তি, সাধারণ বৃত্তি, বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তি, ট্রাষ্ট ফান্ডবৃত্তি মিলাইয়া

(২য় পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

বৃত্তি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিবছর ৬ হাজার ৬৭৭ জন শিক্ষার্থী ও গবেষককে আড়াই কোটি টাকার বৃত্তি দেওয়া হইয়া থাকে। ইহাতে গড়ে মাথাপিছু কমবেশী ১১৫ টাকা হইতে ২৫০ টাকা পর্যন্ত বৃত্তি টাকা পাইয়া থাকে। ইহার মধ্যে ১৪০টি ট্রাষ্ট ফান্ড হইতে সাড়ে ৪ লক্ষাধিক টাকার বৃত্তি দেওয়া হয়। প্রতিবছর ৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এক কোটি টাকার সরকারী বৃত্তি পায়। চলতি শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তহবিল হইতে মেধাবৃত্তি দেওয়া হইবে ১ হাজার ৬৭৭টি। গত বছর ইহার পরিমাণ ছিল ১ হাজার ১৯৫টি।

প্রচলিত বৃত্তি কেবলমাত্র মেধাবী কৃতী ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষণকদের জন্যই নির্ধারিত। বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেই কেবল মেলে এই স্কলারশীপ। খেলাধুলা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কৃতিত্বের সুবাদেও অনেকে উপবৃত্তি পাইয়া থাকে।

কিন্তু চলতি শিক্ষাবর্ষে ৭০০ গরীব ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা হইয়াছে। এই বৃত্তি এবং ফ্রি ষ্টুডেন্টশীপ পাইতে নির্ধারিত ফরমে বিভাগীয় চেয়ারম্যানের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করিতে হইবে। সঙ্গে অভিভাবকের আয়ের সার্টিফিকেট দিতে হইবে। এই আয়ের সার্টিফিকেট সত্য কি না তাহা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সত্যায়িত করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ইহা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যাচাই-বাছাই করিয়া তবে আবেদনকারীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সূত্রে বলা হয়, বর্ধিত বেতন ও অন্যান্য ফিস হইতে প্রতিবছর অতিরিক্ত ২৯ লক্ষ টাকা আয় হইবে। এই অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার আধুনিকায়ন ও ছাত্রদের স্বার্থেই ব্যয় করা হইবে।

নূতন বর্ধিত বেতন-ফি হিসাবে ছাত্র-ছাত্রীদের গড়ে বছরে মাথাপিছু ৪৮৫ টাকা অতিরিক্ত দিতে হইবে। মাসে দিতে হইবে অতিরিক্ত ৪০ টাকা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সূত্রে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্তের জন্য এই টাকা খরচ করা কঠিন কিছু নয়। আর গরীব শিক্ষার্থীদের জন্য কনসেশনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। ফলে বর্ধিত বেতন ও ফি নিয়া আন্দোলন অবান্তর বলিয়া কর্তৃপক্ষ মনে করিতেছে। কর্তৃপক্ষের মতে, একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শিক্ষার মানের উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয় বৃদ্ধি ছাড়া আর গত্যন্তর নাই।

ছাত্র সংগঠনগুলি কর্তৃপক্ষের এই বক্তব্যের সহিত একমত নহে। তাহাদের বক্তব্য হইল ঃ বেতন ও অন্যান্য ফি কয়েকগুণ বৃদ্ধি করিয়া উচ্চ শিক্ষাঙ্গন হইতে সংখ্যাগরিষ্ঠ আর্থিক অসচ্ছল শ্রেণীকে বিদায় দেওয়ার চক্রান্ত চলিতেছে। বামছাত্র সংগঠনগুলি মনে করে শিক্ষাকে মুক্ত বাজার অর্থনীতির পণ্য করা হইতেছে। সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া উচ্চ শিক্ষা সংকোচন নীতি বাস্তবায়ন করা হইতেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের বর্ধিত বেতন-ফি প্রত্যাহার আন্দোলনের সহিত সরকারী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল একাত্মতা প্রকাশ করিয়াছে। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরাও বর্ধিত বেতন ফি প্রত্যাহারের দাবীতে সোচ্চার।